দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 15 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ৫ ...

বেরোবি ভিসির অনিয়ম ও আত্মীয়করণের রেকর্ড

৪ বছরে নিয়োগ শতাধিক

□ হালিম আনছারী, রংপুর থেকে

অনিয়ম, দুর্নীতি আর আত্মীয়করণের মহোৎসব চলছে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দায়িত্ব নিয়েই তার এক আপন ভাইকে নিয়োগদানের মধ্য দিয়ে আত্মীয়করণের যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে বিগত ৪ বছরে একের পর এক নিকট ও দূরাত্মীয়দের নিয়োগ দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। আত্মীয়তার বদৌলতে ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছেন ভিসির মেয়ে, ভাই, ভায়রা, ভাতিজা/ভাতিজি, ভাগ্নে, ভায়রার ছেলে-মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন। আত্মীয়করণের পাশাপাশি বিভিন্ন অনিয়ম ছাড়াও ব্যাপক নিয়োগ বাণিজ্যেরও অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। আর এসব কারণেই ভিসি অপসারণের এক দফা দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষার্থীসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্দোলন চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। আন্দোলনকারীরা ইতোমধ্যে ক্যাম্পাস থেকে

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ফিরোজুল ইসলামকে উপাচার্যের একান্ত সহকারী-২ পদে নিয়োগ দিয়ে পরে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আবীর শরীফ যোগ্যতার শর্ত পূরণ না করেও চাকরি পেয়েছেন। বাংলা বিভাগে অ্যাডহক সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেয়েছেন ঋষিকেশ পরিমল। তার স্ত্রী শরিফা সালোয়া ডিনা বাংলা বিভাগের শিক্ষক এবং কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন। জানা গেছে, ঋষিকেশ পরিমল বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেতে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু শর্ত পূরণ না হওয়ায় ওই পদে নিয়োগ নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হওয়ায় তাকে সহকারী অধ্যাপক পদে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও মোরশেদুল আলমকে সহকারী রেজিস্ট্রার ও সেকশন অফিসার পদে শাকিরা শবনমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পীরগঞ্জের কামরুজ্জামানকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার শিক্ষাজীবনে তিনটি প্রথম শ্রেণী। অথচ শিক্ষা জীবনে চারটি প্রথম শ্রেণী থাকা ১২ জনকে নিয়োগের সময় ডাকাই হয়নি। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবীর শরীফকে। তিনিও ঐ পদের শর্ত পূরণ করতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। নিজে নিয়োগ বোর্ডে সভাপতিত্ব করে ভিসি তার মেয়ে, ভাই, ভায়রা, ভাতিজা, ভাতিজি, ভাগ্নে/ভাগ্নিসহ প্রায় দেড় শতাধিক আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ দিয়ে নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি পারিবারিকীকরণ আর মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে অসংখ্য নিয়োগ দিয়ে বাণিজ্যিকীকরণ করেছেন বলে আন্দোলনকারীরা অভিযোগে জানিয়েছেন। এ ছাড়া উপাচার্যের ছোট ভাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ঠিকাদারি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। অনেক সময় তাকে আবার 'উপ-ঠিকাদার' হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ফলে এসব কাজের গুণগত মান নিয়েও নানান প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত হোসেন মাহমুদ ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। এসব অনিয়ম, দুর্নীতি ও আত্মীয়করণের প্রতিবাদে এবং ভিসির অপসারণের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এক দুর্বার আন্দোলনে নেমেছেন এবং তা অব্যাহত রয়েছে। [illegible] রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] সুষ্ঠু পরিস্থিতিকে [illegible] পাশাপাশি [illegible] কর্মবৃত্তি

বেরোবি ভিসির অনিয়ম ও

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

রাজপথে চলে এসেছেন। তাদের এক দফা দাবীর সাথে সংহতি প্রকাশ করে চলমান আন্দোলনে [illegible] জাসদ, বাসদ, সিপিবি, [illegible] সহ [illegible] সংগঠন। [illegible] গত রোববার এসব দলের পক্ষ থেকেও ভিসির অপসারণের দাবীতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ছাড়াও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বৃহত্তর রংপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা দেন। সে মোতাবেক ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের বছর ১১ মে ভিসি হিসেবে যোগ দেন রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়া। ভিসির দায়িত্ব নিয়েই তিনি প্রথমে তার আপন ভাই মাহবুবুর রহমানকে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর এক বছরের মাথায় তাকে হিসাবরক্ষক পদে এবং পরে পদোন্নতি দিয়ে হিসাব শাখার কর্মকর্তা করা হয়। তিনি দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির সনদ প্রদান সাপেক্ষে এ পদোন্নতি পান। আপন ভায়রা ড. গাজী মাজহারুল আনোয়ারকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এক বছরেই তাকে সহযোগী অধ্যাপক করা হয়। পদোন্নতি বোর্ডে ছিলেন তিন ভায়রা। এক ভায়রা প্রার্থী, অন্য ভায়রা সভাপতি (ভিসি) এবং অপর ভায়রা বিষয় বিশেষজ্ঞ ড. খলিলুর রহমান। পরে আইন ভঙ্গ করে দু'জন সহযোগী অধ্যাপককে ডিঙ্গিয়ে তাকে ডিন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। মেয়ে রোমেনা ফেরদৌসী জলিলকে ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যদিও ওই ইনস্টিটিউটের কোনো কাজ নেই। খালাত ভায়রা শাহ রেজাউল করিমকে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও হিসাব শাখার সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে এডহক নিয়োগ পেয়ে ওই পদে স্থায়ী না করে ঊর্ধ্বতন পদে সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। ভায়রার মেয়ে আরা তাসলিমা ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক। আরেক ভায়রার মেয়ে মনিরা খাতুনকে কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগের কোন শর্ত না মেনেই কম্পিউটার অপারেটর পদ থেকে সরাসরি তাকে সেকশন অফিসার গ্রেড-১ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বড় ভাইয়ের মেয়ে সীমা খাতুনকে সংস্থাপন শাখায় কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বন্ধুর মেয়ে সুর্জেনির বেগম এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাহমিনা খাতুন সিপিকে দেয়া হয়েছিল ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার অপারেটর পদে। এখন তাদের দু'জনকেই সেকশন অফিসার গ্রেড-১ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাগ্নে সোহেল রানাকে কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাতিজির দেবর মান্নান মন্ডলকে পিয়ন পদে, শ্যালক ওবায়দুর রহমানকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্পের অফিস সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নয়ন নামের একজনকে ভিসির ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। পরে সেও ভিসির মাধ্যমে তার ভগ্নিপতি, ভাই ও ভাগ্নেকে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করে। বর্তমান রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শাহজাহান আলী মন্ডল একসময় বেসরকারি কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রেজিস্ট্রার হওয়ার পর তিনিও তার শ্যালিকাকে কম্পিউটার অপারেটর ও তার ভাগ্নিকে কম্পিউটার বিভাগে নিয়োগ দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধেও মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে [illegible] অভিযোগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ [illegible] উপাচার্যের আত্মীয় এবং পীরগঞ্জের। এনজিও কর্মী এটিজিএম গোলাম ফিরোজকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের উপ-পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার স্ত্রী ফারহানা সরকারকে নিয়োগ দেওয়া হয় জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পের প্রোগ্রাম [illegible]

অব্যাহত রয়েছে। আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদসহ সকল প্রকার নৈরাজ্য বন্ধের দাবিতে গতকাল আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষক/শিক্ষার্থীরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও হাজার হাজার মানুষ অংশ নেয়।

নগরীর প্রাণকেন্দ্র রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন কলেজের ছাত্র/ছাত্রীসহ কয়েক হাজার নারী/পুরুষ অংশ নেয়। কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মানববন্ধনে অংশ নেয় রংপুর মহানগর নাগরিক কমিটি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠন। বক্তব্য রাখেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. সরিফা সালোয়া ডিনা, সাধারণ সম্পাদক ড. গাজী মাজহারুল আনোয়ার, ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. রফিউল আজম খান, রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এইচ.এম তারিকুল ইসলামসহ নাগরিক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক রমিজ আহমেদ, শামীম আহমেদ রাবু, আতাউজ্জামান বাবু, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ওয়াদুদ সরকার, নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম দুলাল, আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুল হক পিন্টু, মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসেন তালুকদার, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম রব্বানী বিপ্লব, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা তাপস গোস্বামী, মুবাশ্বেরুল ইসলাম, কর্মচারী ইউনিয়নের আহবায়ক, আতিউজ্জামান সুমন, সদস্য সচিব রশিদুল হক প্রমুখ। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন- সরকারের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই বিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। মানববন্ধন ও সমাবেশ শেষে মহানগর নাগরিক কমিটি জেলা প্রশাসক বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।

অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের গতকাল নগরীতে কোন কর্মসূচি ছিল না। গত শনিবার তারাও প্রেসক্লাব চত্বরে এক বিশাল মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। এসময় তাদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দল। এদের মধ্যে জাসদ, বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণতন্ত্রী পার্টির পক্ষ থেকে গত রোববার নগরীর কাচারী বাজার এলাকায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে তারাও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করে।